দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 29 JAN 20 3
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল ঢাকায় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম)-এর নতুন ভবনের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন

শ্রেণীকক্ষে আরো আন্তরিকভাবে পাঠদান করুন

শিক্ষকদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

বাসস ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষক সমাজের প্রতি শ্রেণীকক্ষে তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের আরো আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সংগে পাঠদানের আহবান জানিয়েছেন।

গতকাল সকালে ধানমন্ডিতে 'জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমীর (নায়েম)' নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে তিনি আরো বলেন, 'অভিযোগ আছে, অনেক শিক্ষক প্রাইভেট কোচিং-এ বেশী সময় ব্যয় করেন, শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে ততটা আন্তরিক নন।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি মনে করি, শ্রেণীকক্ষে বেশী মনযোগ দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করলে শিক্ষার মান বাড়বে, শিক্ষার্থীরাও বেশী উপকৃত হবে।'

তিনি বলেন, শিক্ষকতা নিছক একটি পেশা নয়, এটা একটি মহান ব্রত। শিক্ষকদেরকে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি নিজ পেশার প্রতি আনুগত্য রক্ষা এবং সমাজ ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত করতে হবে।

তিনি বলেন, শিক্ষা ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। তাই সরকার শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচীকে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে শিক্ষাকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে।

জাতীয় বাজেটে শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখার এবং শিক্ষা বিস্তার ও উন্নয়নে সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'শিক্ষকগণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষাদান না করলে আমাদের সকল উদ্যোগ-আয়োজন অর্থহীন হয়ে পড়বে।'

তিনি বলেন, শিক্ষকদেরই শিক্ষা বিস্তার ও উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে।

মন্ত্রী, পদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ ও দাতা সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এতে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ এম ওসমান ফারুক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) কান্ট্রি ডিরেক্টর তরু শিবুচি বক্তৃতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী নায়েমের নতুন ভবনের ভিত্তি ফলক উন্মোচন করেন এবং মোনাজাতে শরিক হন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক শিক্ষাখাত উন্নয়ন প্রকল্পের (এসইএসআইপি) আওতায় এডিবির

৭-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

শিক্ষকদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সহায়তায় ৬ তলা এই ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ কোটি টাকা।

বেগম জিয়া দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেন যে, নায়েম দেশে দক্ষ শিক্ষক সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রশিক্ষার্থী শিক্ষকদের কয়েকটি দাবীর প্রেক্ষিতে তিনি ঘোষণা করেন যে, শিগগিরই নায়েমে একটি কম্পিউটার সেল এবং একটি ইংরেজী ভাষা ল্যাবরেটরি চালু করা হবে।

তিনি বলেন, নায়েমকে শুধু ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট হিসেবে না রেখে শিক্ষকদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য অনন্য উৎকর্ষতার একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

নায়েম এলাকার আশপাশে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসসহ গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থানের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংশ্লিষ্ট সকলে রাজধানীর এই অঞ্চলকে 'শিক্ষাপল্লী' হিসেবে বিবেচনা করে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে দৃষ্টি দিলে কেবল এই এলাকার মর্যাদায়ই বাড়বে না; বরং সুশিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশও সৃষ্টি হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে তরু শিবুচি বলেন, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশে শিক্ষার মানোন্নয়নে অব্যাহতভাবে কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা দিয়ে যাবে।

তিনি আরো বলেন, এসইএসআইপির পাশাপাশি মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য এডিবি আরো একটি প্রকল্প প্রণয়ন করছে।

এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর বাংলাদেশে শিক্ষা সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নে সরকারের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

তিনি বিশেষ করে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং মেয়ে শিশু ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত আগ্রহ ও উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি তাদের প্রশিক্ষণ এবং মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এছাড়া মানসম্পন্ন ও প্রয়োগ উপযোগী শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হচ্ছে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে লেখাপড়া শেষ করে কাজ পেতে পারে সে লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সরকার সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রসারের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে।

শিক্ষকদের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শিক্ষকতা পেশার প্রতি মেধাবীদের আকৃষ্ট করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদ পূরণের জন্য ২ হাজার ৫শ' শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, একুশ শতকের চাহিদা পূরণে সক্ষম শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ১৯৯৫-৯৬ সালে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালে গড়ে তোলা ৫টি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটকে আরো কার্যকর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।